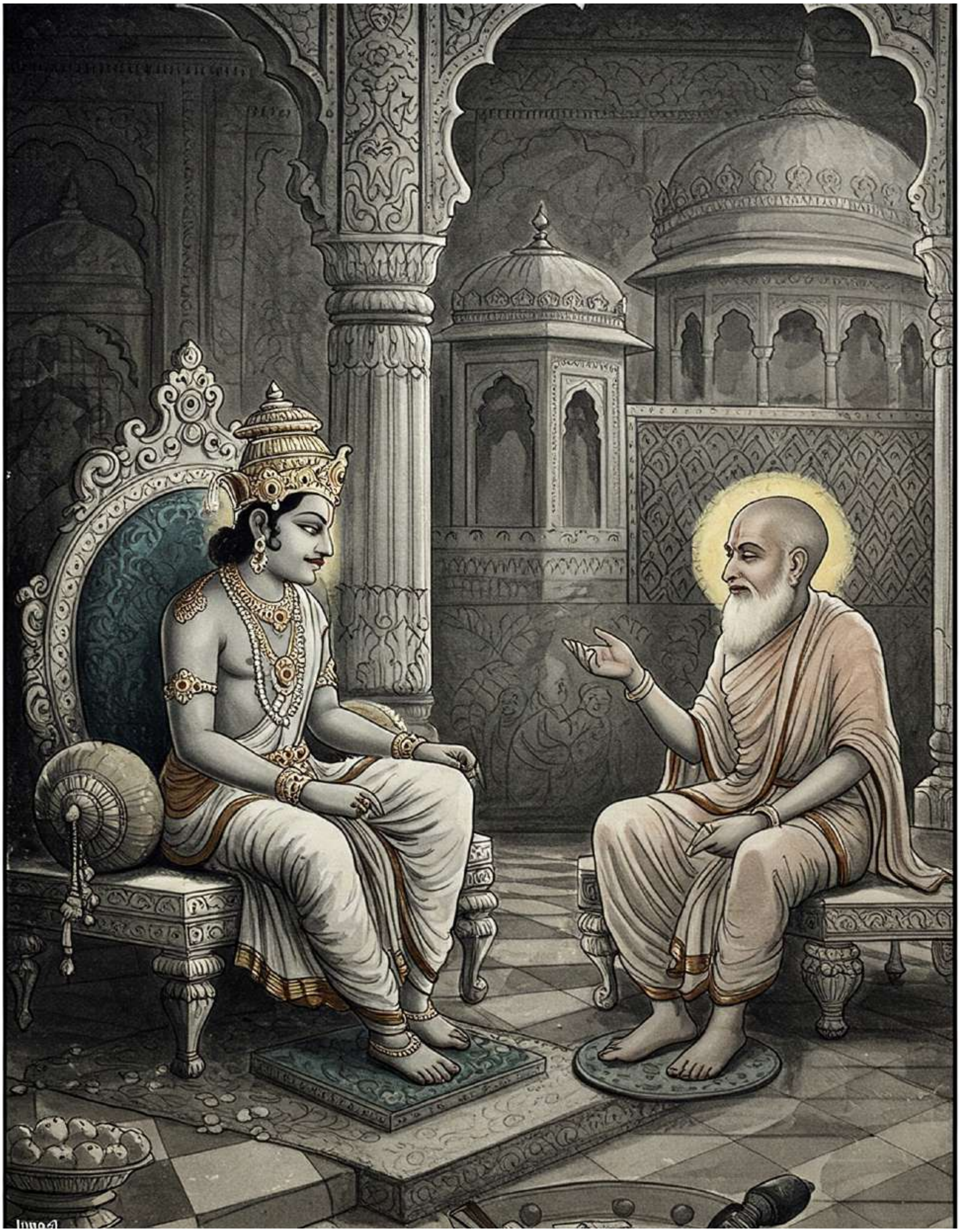

অষ্টাবক্র গীতা
অনুবাদঃ সায়ন্তন রায়



অষ্টাবক্র গীতা: আত্মজ্ঞানের মহামন্ত্র

সাহিত্য ও দর্শনের অমূল্য সম্পদ অষ্টাবক্র গীতা, যা হিন্দু দর্শনের অদ্বৈত বেদান্তের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, বরং আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও পরম সত্যের সন্ধানে এক অনন্য দার্শনিক মহাকাব্য। অষ্টাবক্র গীতা প্রাচীন ভারতীয় ঋষি পরম্পরার এক অমূল্য রত্ন, যা মানবমনের গভীরতম প্রশ্নগুলির উত্তর দেয় এবং আত্মার অনন্ত সত্যকে উদ্ঘাটন করে। এই গ্রন্থটি অষ্টাবক্র মুনি ও মিথিলার রাজা জনকের মধ্যে সংঘটিত এক গভীর দার্শনিক আলোচনার রূপে রচিত, যা আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

অষ্টাবক্র গীতার মূল বিষয়বস্তু হলো আত্মজ্ঞান ও মুক্তি। এটি মানুষের মনের সমস্ত সংশয়, দ্বন্দ্ব ও সংস্কারকে দূর করে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপকে উপলব্ধি করার পথ দেখায়। এই গ্রন্থে অষ্টাবক্র মুনি রাজা জনককে শেখান যে, আত্মাই একমাত্র সত্য, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। আত্মজ্ঞান লাভ করলেই মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরম শান্তি লাভ করতে পারে। অষ্টাবক্র গীতার বাণীগুলি অত্যন্ত সরল, তীব্র ও গভীর, যা পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে।

অষ্টাবক্র গীতার বিশেষত্ব হলো এর সরলতা ও গভীরতা। এটি কোনো জটিল তত্ত্ব বা কঠিন সাধনার কথা বলে না, বরং সরলভাবে আত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করার পথ দেখায়। অষ্টাবক্র মুনি বলেন, "তুমিই সেই আত্মা, যা চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত ও চিরআনন্দময়।" এই বাণীগুলি মানুষের মনে এক গভীর প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। অষ্টাবক্র গীতা কেবল ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বরং এটি একটি জীবনদর্শন, যা মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান করতে সাহায্য করে।

অষ্টাবক্র গীতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর সার্বজনীনতা। এটি কোনো বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থে বর্ণিত আত্মজ্ঞান ও মুক্তির বাণীগুলি সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য, যারা সত্যের সন্ধানে আগ্রহী। অষ্টাবক্র গীতা মানবমনের সমস্ত সংশয়, ভয় ও অজ্ঞানতা দূর করে আত্মার অনন্ত শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায়।

অষ্টাবক্র গীতার ভাষা অত্যন্ত কবিতাময় ও মন্ত্রমুগ্ধকর। এর শ্লোকগুলি এমনভাবে রচিত যে, তা পাঠকের মনে এক গভীর প্রভাব ফেলে। প্রতিটি শ্লোক আত্মজ্ঞান ও মুক্তির এক নতুন দিক উন্মোচন করে, যা পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে। অষ্টাবক্র গীতার বাণীগুলি কেবল পাঠ করলেই নয়, বরং তা ধ্যান ও চিন্তার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়।

অষ্টাবক্র গীতা দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, বরং আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও পরম সত্যের সন্ধানে এক অনন্য দার্শনিক মহাকাব্য। এই গ্রন্থটি পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। অষ্টাবক্র গীতা হলো সেই মহামন্ত্র, যা মানুষের মনে এক গভীর প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে এবং তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অষ্টাবক্র গীতার মাধ্যমে আমরা শিখি যে, আত্মাই একমাত্র সত্য, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। আত্মজ্ঞান লাভ করলেই মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরম শান্তি লাভ করতে পারে। অষ্টাবক্র গীতার বাণীগুলি অত্যন্ত সরল, তীব্র ও গভীর, যা পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে। এই গ্রন্থটি কেবল পাঠ করলেই নয়, বরং তা ধ্যান ও চিন্তার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়।

অষ্টাবক্র গীতার পটভূমি: একটি মহান দার্শনিক আলোচনার সূচনা

অষ্টাবক্র গীতা হিন্দু দর্শনের একটি অমূল্য রত্ন, যা অদ্বৈত বেদান্তের গভীর তত্ত্বকে সরল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। এই গ্রন্থের পটভূমি রচিত হয়েছে মহর্ষি অষ্টাবক্র ও মিথিলার রাজা জনকের মধ্যে সংঘটিত এক গভীর দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে। এই আলোচনা কেবল একটি ধর্মীয় কথোপকথনই নয়, বরং এটি আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। অষ্টাবক্র গীতার পটভূমি জানতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে মহর্ষি অষ্টাবক্র ও রাজা জনকের জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্তের দিকে, যখন দুজন মহান ব্যক্তির মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল এক অমর দার্শনিক গ্রন্থ।

মহর্ষি অষ্টাবক্র: জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

মহর্ষি অষ্টাবক্রের জন্মকথা অত্যন্ত বিচিত্র ও শিক্ষামূলক। কথিত আছে, অষ্টাবক্রের পিতা মহর্ষি কহোড় ছিলেন একজন প্রখ্যাত ঋষি। কহোড়ের পত্নী সুজাতা গর্ভবতী অবস্থায় পুত্রের শিক্ষার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি গর্ভস্থ শিশুকে প্রতিদিন বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান দান করবেন। কহোড় এই অনুরোধ মেনে নিয়ে প্রতিদিন গর্ভস্থ শিশুকে জ্ঞান দান করতে থাকেন। একদিন, সুজাতা গর্ভস্থ শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যেখানে শিশুটি বলছিল, "হে পিতঃ, আপনি ভুল করছেন।" এই ঘটনায় কহোড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন যে, শিশুটি অষ্টবক্র (আটটি বক্র বা বাঁকা অঙ্গ নিয়ে) জন্মগ্রহণ করবে। এই শাপের ফলেই শিশুটি অষ্টাবক্র নামে পরিচিত হয়।

অষ্টাবক্রের জন্মের পর থেকেই তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অষ্টাবক্রের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান ও মুক্তির সন্ধান। তিনি জানতেন যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমেই সম্ভব।

রাজা জনক: জ্ঞান ও রাজধর্মের সমন্বয়

মিথিলার রাজা জনক ছিলেন একজন মহান রাজর্ষি। তিনি শুধু একজন দক্ষ শাসকই নয়, বরং একজন গভীর জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিও ছিলেন। জনক রাজ্যশাসনের পাশাপাশি আত্মজ্ঞান ও মুক্তির সন্ধানে নিবেদিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, রাজধর্ম ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে একটি গভীর সমন্বয় রয়েছে। জনকের দরবারে প্রায়ই মহর্ষি ও পণ্ডিতদের সমাগম হতো, যারা বিভিন্ন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করতেন।

অষ্টাবক্র ও জনকের সাক্ষাৎ: দার্শনিক আলোচনার সূচনা

একদিন অষ্টাবক্র মিথিলায় আসেন এবং রাজা জনকের দরবারে উপস্থিত হন। জনক তখন তার দরবারে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে বহু পণ্ডিত ও ঋষি উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাবক্র দরবারে প্রবেশ করে দেখলেন যে, রাজা জনক তার সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং চারপাশে পণ্ডিতরা বসে আছেন। অষ্টাবক্র তখন সরাসরি রাজা জনককে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে রাজন, আপনি কি মুক্ত?" এই প্রশ্ন শুনে সভায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। রাজা জনক এই প্রশ্নের গভীরতা বুঝতে পেরে অষ্টাবক্রকে সসম্মানে সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানালেন।

এই সাক্ষাতের মাধ্যমেই শুরু হয় অষ্টাবক্র ও জনকের মধ্যে এক গভীর দার্শনিক আলোচনা। অষ্টাবক্র রাজা জনককে আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। তিনি জনককে বুঝান যে, আত্মাই একমাত্র সত্য, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। আত্মজ্ঞান লাভ করলেই মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরম শান্তি লাভ করতে পারে।

অষ্টাবক্র গীতার সৃষ্টি: একটি অমর দার্শনিক গ্রন্থ

অষ্টাবক্র ও জনকের মধ্যে সংঘটিত এই দার্শনিক আলোচনাই পরবর্তীতে অষ্টাবক্র গীতা নামে পরিচিতি লাভ করে। এই গ্রন্থে অষ্টাবক্র মুনি রাজা জনককে শেখান যে, আত্মাই একমাত্র সত্য, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। আত্মজ্ঞান

লাভ করলেই মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরম শান্তি লাভ করতে পারে। অষ্টাবক্র গীতার বাণীগুলি অত্যন্ত সরল, তীব্র ও গভীর, যা পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে।

অষ্টাবক্র গীতা কেবল একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, বরং এটি একটি জীবনদর্শন, যা মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান করতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থটি পাঠককে আত্মার অনন্ত সত্যের দিকে ধাবিত করে এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। অষ্টাবক্র গীতা হলো সেই মহামন্ত্র, যা মানুষের মনে এক গভীর প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে এবং তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এইভাবেই অষ্টাবক্র গীতার পটভূমি রচিত হয়েছিল, যা আজও মানবজাতিকে আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথে আলোকিত করে চলেছে।

অষ্টাবক্রগীতা

॥ শ্রী ॥

অথ শ্রীমদষ্টাবক্রগীতা প্রারভ্যতে ॥

১

জনক উবাচ ॥

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি ।
বৈরাগ্যং চ কথং প্রাপ্তমেতদ্ ব্রূহি মম প্রভো ॥ ১-১॥

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥ ১-২॥

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্ ।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ১-৩॥

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি ।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১-৪॥

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ১-৫॥

ধর্মাধর্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো ।
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্বদা ॥ ১-৬॥

একো দ্রষ্টাসি সর্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্বদা ।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥ ১-৭॥

অহং কর্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখং চর ॥ ১-৮॥

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা ।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ১-৯॥

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ ।
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং ভব ॥ ১-১০॥

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি ।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১-১১॥

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ ।
অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎসংসারবানিব ॥ ১-১২॥

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয় ।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা ভাবং বাহ্যমথান্তরম্ ॥ ১-১৩॥

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক ।
বোধোঽহং জ্ঞানখড্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১-১৪॥

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১-১৫॥

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মা গমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১-১৬॥

নিরপেক্ষো নির্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১-১৭॥

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্ ।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ১-১৮॥

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ ।
তথৈবাঽস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১-১৯॥

একং সর্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে ।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্বভূতগণে তথা ॥ ১-২০॥

২

জনক উবাচ ॥

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিডম্বিতঃ ॥ ২-১॥

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ ।
অতো মম জগৎসর্বমথবা ন চ কিঞ্চন ॥ ২-২॥

স শরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা ।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদ্ এব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥ ২-৩॥

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ২-৪॥

তন্তুমাত্রো ভবেদ্ এব পটো যদ্বদ্ বিচারিতঃ ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্ বিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ২-৫॥

যথৈবেক্ষুরসে ক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা ।

তথা বিশ্বং ময়ি ক্লৃপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ২-৬॥

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে ।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ ভাসতে ন হি ॥ ২-৭॥

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥ ২-৮॥

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে ।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্যকরে যথা ॥ ২-৯॥

মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি ।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ ২-১০॥

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং জগন্নাশোঽপি তিষ্ঠতঃ ॥ ২-১১॥

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি ।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ২-১২॥

অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥ ২-১৩॥

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন ।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্ বাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ২-১৪॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্ ।
অজ্ঞানাদ্ ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥ ২-১৫॥

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাঽস্তি ভেষজম্ ।
দৃশ্যমেতন্ মৃষা সর্বমেকোঽহং চিদ্রসোমলঃ ॥ ২-১৬॥

বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদ্ উপাধিঃ কল্পিতো ময়া ।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥ ২-১৭॥

ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া ।
অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্ ॥ ২-১৮॥

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্ ।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎকস্মিন্ কল্পনাধুনা ॥ ২-১৯॥

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা ।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২-২০॥

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম ।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক্ব রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২-২১॥

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যা জীবিতে স্পৃহা ॥ ২-২২॥

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্ ।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২-২৩॥

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি ।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২-২৪॥

ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্যং জীববীচয়ঃ ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥ ২-২৫॥

৩

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ।
তবাত্মজ্ঞানস্য ধীরস্য কথমর্থার্জনে রতিঃ ॥ ৩-১॥

আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ভ্রমগোচরে ।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥ ৩-২॥

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে ।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥ ৩-৩॥

শ্রুত্বাপি শুদ্ধচৈতন্য আত্মানমতিসুন্দরম্ ।
উপস্থেঽত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি ॥ ৩-৪॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
মুনের্জানত আশ্চর্যং মমত্বমনুবর্ততে ॥ ৩-৫॥

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ ।
আশ্চর্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥ ৩-৬॥

উদ্ভূতং জ্ঞানদুর্মিত্রমবধার্যাতিদুর্বলঃ ।
আশ্চর্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ ॥ ৩-৭॥

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ ।
আশ্চর্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদ্ এব বিভীষিকা ॥ ৩-৮॥

ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্বদা ।

আত্মানং কেবলং পশ্যন্ ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৩-৯॥

চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যত্যন্যশরীরবৎ ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেৎ মহাশয়ঃ ॥ ৩-১০॥

মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকঃ ।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥ ৩-১১॥

নিঃস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ৩-১২॥

স্বভাবাদ্ এব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন ।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥ ৩-১৩॥

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥ ৩-১৪॥

৪

জনক উবাচ ॥

হন্তাত্মজ্ঞানস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া ।
ন হি সংসারবাহীকৈর্মূঢৈঃ সহ সমানতা ॥ ৪-১॥

যৎ পদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্বদেবতাঃ ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥ ৪-২॥

তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে ।
ন হ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥ ৪-৩॥

আত্মৈবেদং জগৎসর্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা ।
যদৃচ্ছয়া বর্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥ ৪-৪॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তে ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥ ৪-৫॥

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্ ।
যদ্ বেত্তি তৎস কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥ ৪-৬॥

৫

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

ন তে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি ।

সঙ্ঘাতবিলয়ং কুর্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৫-১॥

উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৫-২॥

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্ বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি ।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৫-৩॥

সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যযোঃ সমঃ ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৫-৪॥

৬

জনক উবাচ ॥

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৬-১॥

মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৬-২॥

অহং স শুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্ বিশ্বকল্পনা ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৬-৩॥

অহং বা সর্বভূতেষু সর্বভূতান্যথো ময়ি ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৬-৪॥

৭

জনক উবাচ ॥

ময়্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন ন মমাস্ত্যসহিষ্ণুতা ॥ ৭-১॥

ময়্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষতিঃ ॥ ৭-২॥

ময়্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা ।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৭-৩॥

নাত্মা ভাবেষু নো ভাবস্তত্রানন্তে নিরঞ্জনে ।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৭-৪॥

অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ ।

ইতি মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ৭-৫॥

৮

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি শোচতি ।
কিঞ্চিন্ মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ধৃষ্যতি কুপ্যতি ॥ ৮-১॥

তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৮-২॥

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু ।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তমসক্তং সর্বদৃষ্টিষু ॥ ৮-৩॥

যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা ।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥ ৮-৪॥

৯

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা ।
এবং জ্ঞাত্বেহ নির্বেদাদ্ ভব ত্যাগপরোঽব্রতী ॥ ৯-১॥

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতাঃ ॥ ৯-২॥

অনিত্যং সর্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্ ।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥ ৯-৩॥

কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিং বা যত্র দ্বন্দ্বানি নো নৃণাম্ ।
তান্যুপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্তবর্তী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯-৪॥

নানা মতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা ।
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ ৯-৫॥

কৃত্বা মূর্তিপরিজ্ঞানং চৈতন্যস্য ন কিং গুরুঃ ।
নির্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥ ৯-৬॥

পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ ।
তৎক্ষণাদ্ বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥ ৯-৭॥

বাসনা এব সংসার ইতি সর্বা বিমুঞ্চ তাঃ ।

তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎস্থিতিরদ্য যথা তথা ॥ ৯-৮॥

১০

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

বিহায় বৈরিণং কামমর্থং চানর্থসঙ্কুলম্ ।
ধর্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্বত্রানাদরং কুরু ॥ ১০-১॥

স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা ।
মিত্রক্ষেত্রধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ ॥ ১০-২॥

যত্র যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ ।
প্রৌঢবৈরাগ্যমাশ্রিত্য বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ১০-৩॥

তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০-৪॥

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জডং বিশ্বমসত্তথা ।
অবিদ্যাপি ন কিঞ্চিৎসা কা বুভুৎসা তথাপি তে ॥ ১০-৫॥

রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি সুখানি চ ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥ ১০-৬॥

অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপি কর্মণা ।
এভ্যঃ সংসারকান্তারে ন বিশ্রান্তমভূন্ মনঃ ॥ ১০-৭॥

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা ।
দুঃখমায়াসদং কর্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥ ১০-৮॥

১১

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী ।
নির্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥ ১১-১॥

ঈশ্বরঃ সর্বনির্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী ।
অন্তর্গলিতসর্বাশঃ শান্তঃ ক্বাপি ন সজ্জতে ॥ ১১-২॥

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী ।
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥ ১১-৩॥

সুখদুঃখে জন্মমৃত্যূ দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী ।

সাধ্যাদর্শী নিরায়াসঃ কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ১১-৪॥

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী ।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্বত্র গলিতস্পৃহঃ ॥ ১১-৫॥

নাহং দেহো ন মে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী ।
কৈবল্যমিব সম্প্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ১১-৬॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী ।
নির্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিনির্বৃতঃ ॥ ১১-৭॥

নানাশ্চর্যমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
নির্বাসনঃ স্ফূর্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১১-৮॥

১২

জনক উবাচ ॥

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদ্ এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-১॥

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-২॥

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে ।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-৩॥

হেয়োপাদেয়বিরহাদ্ এবং হর্ষবিষাদয়োঃ ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্ন্ এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-৪॥

আশ্রমানাশ্রমং ধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জনম্ ।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-৫॥

কর্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা ।
বুধ্বা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-৬॥

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদ্ এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১২-৭॥

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥ ১২-৮॥

১৩

জনক উবাচ ॥

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্ ।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-১॥

কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে ।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্ ॥ ১৩-২॥

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদ্ ইতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ ।
যদা যৎকর্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-৩॥

কর্মনৈষ্কর্ম্যনির্বন্ধভাবা দেহস্থয়োগিনঃ ।
সংয়োগায়োগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-৪॥

অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা ন শয়নেন বা ।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-৫॥

স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো ন বা ।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-৬॥

সুখাদিরূপা নিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১৩-৭॥

১৪

জনক উবাচ ॥

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ ভাবভাবনঃ ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংস্মরণো হি সঃ ॥ ১৪-১॥

ক্ব ধনানি ক্ব মিত্রাণি ক্ব মে বিষয়দস্যবঃ ।
ক্ব শাস্ত্রং ক্ব চ বিজ্ঞানং যদা মে গলিতা স্পৃহা ॥ ১৪-২॥

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে ।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম ॥ ১৪-৩॥

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে ॥ ১৪-৪॥

১৫

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্ ।

আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥ ১৫-১॥

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৫-২॥

বাগ্মিপ্রাজ্ঞামহোদ্যোগং জনং মূকজডালসম্ ।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষভিঃ ॥ ১৫-৩॥

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্ ।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥ ১৫-৪॥

রাগদ্বেষৌ মনোধর্মৌ ন মনস্তে কদাচন ।
নির্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্বিকারঃ সুখং চর ॥ ১৫-৫॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ১৫-৬॥

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে ।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্তে বিজ্বরো ভব ॥ ১৫-৭॥

শ্রদ্ধস্ব তাত শ্রদ্ধস্ব নাত্র মোহং কুরুষ্ব ভোঃ ।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ১৫-৮॥

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥ ১৫-৯॥

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥ ১৫-১০॥

ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১৫-১১॥

তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ১৫-১২॥

একস্মিন্নব্যযে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি ।
কুতো জন্ম কুতো কর্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ ॥ ১৫-১৩॥

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে ।
কিং পৃথক্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫-১৪॥

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ ।
সর্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥ ১৫-১৫॥

তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন ॥ ১৫-১৬॥

ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
নির্বাসনঃ স্ফূর্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১৫-১৭॥

এক এব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি ।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখং চর ॥ ১৫-১৮॥

মা সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময় ।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥ ১৫-১৯॥

ত্যজৈব ধ্যানং সর্বত্র মা কিঞ্চিদ্ হৃদি ধারয় ।
আত্মা ত্বং মুক্ত এবাসি কিং বিমৃশ্য করিষ্যসি ॥ ১৫-২০॥

১৬

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদ্ ঋতে ॥ ১৬-১॥

ভোগং কর্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে ।
চিত্তং নিরস্তসর্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥ ১৬-২॥

আয়াসাৎসকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন ।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ॥ ১৬-৩॥

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি ।
তস্যালস্য ধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৬-৪॥

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥ ১৬-৫॥

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ১৬-৬॥

হেয়োপাদেয়তা তাবৎসংসারবিটপাঙ্কুরঃ ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্ বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ১৬-৭॥

প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নির্বৃত্তৌ দ্বেষ এব হি ।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৬-৮॥

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া ।

বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতি ॥ ১৬-৯॥

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা ।
ন চ জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ ॥ ১৬-১০॥

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা ।
তথাপি ন তব স্বাথ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১৬-১১॥

১৭

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

তেন জ্ঞানফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা ।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ ॥ ১৭-১॥

ন কদাচিজ্জগত্যস্মিন্ তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি ।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ১৭-২॥

ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী ।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ ॥ ১৭-৩॥

যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ ।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ ॥ ১৭-৪॥

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ ॥ ১৭-৫॥

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা ।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি ॥ ১৭-৬॥

বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ ধন্য আস্তে যথা সুখম্ ॥ ১৭-৭॥

কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেনেত্যেবং গলিতধীঃ কৃতী ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্
অশ্নন্নাস্তে যথা সুখম্ ॥ ১৭-৮॥

শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥ ১৭-৯॥

ন জাগর্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি ।
অহো পরদশা ক্বাপি বর্ততে মুক্তচেতসঃ ॥ ১৭-১০॥

সর্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্বত্র বিমলাশয়ঃ ।

সমস্তবাসনা মুক্তো মুক্তঃ সর্বত্র রাজতে ॥ ১৭-১১॥

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ন্ অশ্নন্
গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্ ।
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১৭-১২॥

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ।
ন দদাতি ন গৃহ্নাতি মুক্তঃ সর্বত্র নীরসঃ ॥ ১৭-১৩॥

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্ ।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১৭-১৪॥

সুখে দুঃখে নরে নার্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ১৭-১৫॥

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা ।
নাশ্চর্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥ ১৭-১৬॥

ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে ॥ ১৭-১৭॥

সমাধানাসমাধানহিতাহিতবিকল্পনাঃ ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিব সংস্থিতঃ ॥ ১৭-১৮॥

নির্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতঃ ।
অন্তর্গলিতসর্বাশঃ কুর্বন্নপি করোতি ন ॥ ১৭-১৯॥

মনঃপ্রকাশসংমোহস্বপ্নজাড্যবিবর্জিতঃ ।
দশাং কামপি সম্প্রাপ্তো ভবেদ্ গলিতমানসঃ ॥ ১৭-২০॥

১৮

অষ্টাবক্র উবাচ ॥

যস্য বোধোদয়ে তাবৎস্বপ্নবদ্ ভবতি ভ্রমঃ ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১৮-১॥

অর্জয়িত্বাখিলান্ অর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ।
ন হি সর্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥ ১৮-২॥

কর্তব্যদুঃখমার্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ ।
কুতঃ প্রশমপীয়ূষধারাসারমৃতে সুখম্ ॥ ১৮-৩॥

ভবোঽয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ ।

নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবিনাম্ ॥ ১৮-৪॥

ন দূরং ন চ সঙ্কোচাল্লব্ধমেবাত্মনঃ পদম্ ।
নির্বিকল্পং নিরায়াসং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ১৮-৫॥

ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ ।
বীতশোকা বিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ॥ ১৮-৬॥

সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ ।
ইতি বিজ্ঞায় ধীরো হি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥ ১৮-৭॥

আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ ।
নিষ্কামঃ কিং বিজানাতি কিং ব্রূতে চ করোতি কিম্ ॥ ১৮-৮॥

অয়ং সোঽহময়ং নাহমিতি ক্ষীণা বিকল্পনা ।
সর্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীম্ভূতস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-৯॥

ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢতা ।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-১০॥

স্বারাজ্যে ভৈক্ষবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে ।
নির্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ ॥ ১৮-১১॥

ক্ব ধর্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকিতা ।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-১২॥

কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা ।
যথা জীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-১৩॥

ক্ব মোহঃ ক্ব চ বা বিশ্বং ক্ব তদ্ ধ্যানং ক্ব মুক্ততা ।
সর্বসঙ্কল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৮-১৪॥

যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ ।
নির্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৮-১৫॥

যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥ ১৮-১৬॥

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎকরোতি কিম্ ॥ ১৮-১৭॥

ধীরো লোকবিপর্যস্তো বর্তমানোঽপি লোকবৎ ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লোপং স্বস্য পশ্যতি ॥ ১৮-১৮॥

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্বাসনো বুধঃ ।
নৈব কিঞ্চিৎকৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যা বিকুর্বতা ॥ ১৮-১৯॥

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ ।
যদা যৎকর্তুমায়াতি তৎকৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্ ॥ ১৮-২০॥

নির্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ ॥ ১৮-২১॥

অসংসারস্য তু ক্বাপি ন হর্ষো ন বিষাদতা ।
স শীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজয়ে ॥ ১৮-২২॥

কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ ।
আত্মারামস্য ধীরস্য শীতলাচ্ছতরাত্মনঃ ॥ ১৮-২৩॥

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্য কুর্বতোঽস্য যদৃচ্ছয়া ।
প্রাকৃতস্যেব ধীরস্য ন মানো নাবমানতা ॥ ১৮-২৪॥

কৃতং দেহেন কর্মেদং ন ময়া শুদ্ধরূপিণা ।
ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুর্বন্নপি করোতি ন ॥ ১৮-২৫॥

অতদ্বাদীব কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ ।
জীবন্মুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে ॥ ১৮-২৬॥

নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি ॥ ১৮-২৭॥

অসমাধেরবিক্ষেপান্ ন মুমুক্ষুর্ন চেতরঃ ।
নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্যন্ ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ ॥ ১৮-২৮॥

যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ ।
নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদকৃতং কৃতম্ ॥ ১৮-২৯॥

নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্তৃ স্পন্দবর্জিতম্ ।
নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে ॥ ১৮-৩০॥

নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ততে ।
নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়েতি বিচেষ্টতে ॥ ১৮-৩১॥

তত্ত্বং যথার্থমাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢতাম্ ।
অথবা যাতি সঙ্কোচমমূঢঃ কোঽপি মূঢবৎ ॥ ১৮-৩২॥

একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢৈরভ্যস্যতে ভৃশম্ ।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি সুপ্তবৎস্বপদে স্থিতাঃ ॥ ১৮-৩৩॥

অপ্রযত্নাৎ প্রযত্নাদ্ বা মূঢো নাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ।
তত্ত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নির্বৃতঃ ॥ ১৮-৩৪॥

শুদ্ধং বুদ্ধং প্রিয়ং পূর্ণং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্ ।
আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাভ্যাসপরা জনাঃ ॥ ১৮-৩৫॥

নাপ্নোতি কর্মণা মোক্ষং বিমূঢোঽভ্যাসরূপিণা ।
ধন্যো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ ॥ ১৮-৩৬॥

মূঢো নাপ্নোতি তদ্ ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি ।
অনিচ্ছন্নপি ধীরো হি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্ ॥ ১৮-৩৭॥

নিরাধারা গ্রহব্যগ্রা মূঢাঃ সংসারপোষকাঃ ।
এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ কৃতো বুধৈঃ ॥ ১৮-৩৮॥

ন শান্তিং লভতে মূঢো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি ।
ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্বদা শান্তমানসঃ ॥ ১৮-৩৯॥

ক্বাত্মনো দর্শনং তস্য যদ্ দৃষ্টমবলম্বতে ।
ধীরাস্তং তং ন পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যাত্মানমব্যযম্ ॥ ১৮-৪০॥

ক্ব নিরোধো বিমূঢস্য যো নির্বন্ধং করোতি বৈ ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্বদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ ১৮-৪১॥

ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিন্ ন কিঞ্চিদ্ ভাবকোপরঃ ।
উভয়াভাবকঃ কশ্চিদ্ এবমেব নিরাকুলঃ ॥ ১৮-৪২॥

শুদ্ধমদ্বয়মাত্মানং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ।
ন তু জানন্তি সংমোহাদ্যাবজ্জীবমনির্বৃতাঃ ॥ ১৮-৪৩॥

মুমুক্ষোর্বুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে ।
নিরালম্বৈব নিষ্কামা বুদ্ধির্মুক্তস্য সর্বদা ॥ ১৮-৪৪॥

বিষয়দ্বীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ ।
বিশন্তি ঝটিতি ক্রোডং নিরোধৈকাগ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৮-৪৫॥

নির্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥ ১৮-৪৬॥

ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশঙ্কো যুক্তমানসঃ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ১৮-৪৭॥

বস্তুশ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধির্নিরাকুলঃ ।

নৈবাচারমনাচারমৌদাস্যং বা প্রপশ্যতি ॥ ১৮-৪৮॥

যদা যৎকর্তুমায়াতি তদা তৎকুরুতে ঋজুঃ ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি তস্য চেষ্টা হি বালবৎ ॥ ১৮-৪৯॥

স্বাতন্ত্র্যাৎসুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্ ।
স্বাতন্ত্র্যান্নির্বৃতিং গচ্ছেৎস্বাতন্ত্র্যাৎ পরমং পদম্ ॥ ১৮-৫০॥

অকর্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনো মন্যতে যদা ।
তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১৮-৫১॥

উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃতিকা স্থিতির্ধীরস্য রাজতে ।
ন তু সস্পৃহচিত্তস্য শান্তির্মূঢস্য কৃত্রিমা ॥ ১৮-৫২॥

বিলসন্তি মহাভোগৈর্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্ ।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৮-৫৩॥

শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থমঙ্গনাং ভূপতিং প্রিয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য ধীরস্য ন কাপি হৃদি বাসনা ॥ ১৮-৫৪॥

ভৃত্যৈঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দৌহিত্রৈশ্চাপি গোত্রজৈঃ ।
বিহস্য ধিক্কৃতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক্ ॥ ১৮-৫৫॥

সন্তুষ্টোঽপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে ।
তস্যাশ্চর্যদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জানতে ॥ ১৮-৫৬॥

কর্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।
শূন্যাকারা নিরাকারা নির্বিকারা নিরাময়াঃ ॥ ১৮-৫৭॥

অকুর্বন্নপি সঙ্ক্ষোভাদ্ ব্যগ্রঃ সর্বত্র মূঢধীঃ ।
কুর্বন্নপি তু কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ ॥ ১৮-৫৮॥

সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ ॥ ১৮-৫৯॥

স্বভাবাদ্যস্য নৈবার্তির্লোকবদ্ ব্যবহারিণঃ ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভ্যো গতক্লেশঃ সুশোভতে ॥ ১৮-৬০॥

নিবৃত্তিরপি মূঢস্য প্রবৃত্তি রুপজায়তে ।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ॥ ১৮-৬১॥

পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মূঢস্য দৃশ্যতে ।
দেহে বিগলিতাশস্য ক্ব রাগঃ ক্ব বিরাগতা ॥ ১৮-৬২॥

ভাবনাভাবনাসক্তা দৃষ্টির্মূঢস্য সর্বদা ।
ভাব্যভাবনয়া সা তু স্বস্থস্যাদৃষ্টিরূপিণী ॥ ১৮-৬৩॥

সর্বারম্ভেষু নিষ্কামো যশ্চরেদ্ বালবন্ মুনিঃ ।
ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেঽপি কর্মণি ॥ ১৮-৬৪॥

স এব ধন্য আত্মজ্ঞঃ সর্বভাবেষু যঃ সমঃ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ন্ অশ্নন্নিস্তর্ষমানসঃ ॥ ১৮-৬৫॥

ক্ব সংসারঃ ক্ব চাভাসঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্ ।
আকাশস্যেব ধীরস্য নির্বিকল্পস্য সর্বদা ॥ ১৮-৬৬॥

স জয়ত্যর্থসংন্যাসী পূর্ণস্বরসবিগ্রহঃ ।
অকৃত্রিমোঽনবচ্ছিন্নে সমাধির্যস্য বর্ততে ॥ ১৮-৬৭॥

বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাততত্ত্বো মহাশয়ঃ ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী সদা সর্বত্র নীরসঃ ॥ ১৮-৬৮॥

মহদাদি জগদ্দ্বৈতং নামমাত্রবিজৃম্ভিতম্ ।
বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ১৮-৬৯॥

ভ্রমভূতমিদং সর্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী ।
অলক্ষ্যস্ফুরণঃ শুদ্ধঃ স্বভাবেনৈব শাম্যতি ॥ ১৮-৭০॥

শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ ।
ক্ব বিধিঃ ক্ব চ বৈরাগ্যং ক্ব ত্যাগঃ ক্ব শমোঽপি বা ॥ ১৮-৭১॥

স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিং চ ন পশ্যতঃ ।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মোক্ষঃ ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদিতা ॥ ১৮-৭২॥

বুদ্ধিপর্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ততে ।
নির্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতে বুধঃ ॥ ১৮-৭৩॥

অক্ষয়ং গতসন্তাপমাত্মানং পশ্যতো মুনেঃ ।
ক্ব বিদ্যা চ ক্ব বা বিশ্বং ক্ব দেহোঽহং মমেতি বা ॥ ১৮-৭৪॥

নিরোধাদীনি কর্মাণি জহাতি জডধীর্যদি ।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চ কর্তুমাপ্নোত্যতৎক্ষণাৎ ॥ ১৮-৭৫॥

মন্দঃ শ্রুত্বাপি তদ্বস্তু ন জহাতি বিমূঢতাম্ ।
নির্বিকল্পো বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ ॥ ১৮-৭৬॥

জ্ঞানাদ্ গলিতকর্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্মকৃৎ ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন ॥ ১৮-৭৭॥

ক্ব তমঃ ক্ব প্রকাশো বা হানং ক্ব চ ন কিঞ্চন ।
নির্বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্বদা ॥ ১৮-৭৮॥

ক্ব ধৈর্যং ক্ব বিবেকিত্বং ক্ব নিরাতঙ্কতাপি বা ।
অনির্বাচ্যস্বভাবস্য নিঃস্বভাবস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-৭৯॥

ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্ন চৈব হি ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥ ১৮-৮০॥

নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভেনানুশোচতি ।
ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পূরিতম্ ॥ ১৮-৮১॥

ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি ।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥ ১৮-৮২॥

ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি ।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥ ১৮-৮৩॥

নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ ।
নিশ্চিন্তঃ স্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতে বুধঃ ॥ ১৮-৮৪॥

তুষ্টিঃ সর্বত্র ধীরস্য যথাপতিতবর্তিনঃ ।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রস্তমিতশায়িনঃ ॥ ১৮-৮৫॥

পততূদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তিবিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ॥ ১৮-৮৬॥

অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
অসক্তঃ সর্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ॥ ১৮-৮৭॥

নির্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।
সুভিন্নহৃদয়গ্রন্থির্বিনির্ধূতরজস্তমঃ ॥ ১৮-৮৮॥

সর্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্ বাসনা হৃদি ।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ১৮-৮৯॥

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ।
ব্রুবন্ন্ অপি ন চ ব্রুতে কোঽন্যো নির্বাসনাদৃতে ॥ ১৮-৯০॥

ভিক্ষুর্বা ভূপতির্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে ।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা মতিঃ ॥ ১৮-৯১॥

ক্ব স্বাচ্ছন্দ্যং ক্ব সঙ্কোচঃ ক্ব বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ।

নির্ব্যাজার্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ ॥ ১৮-৯২॥

আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্তিনা ।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে ॥ ১৮-৯৩॥

সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ ।
জাগরেঽপি ন জাগর্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে ॥ ১৮-৯৪॥

জ্ঞঃ সচিন্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োঽপি নিরিন্দ্রিয়ঃ ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥ ১৮-৯৫॥

ন সুখী ন চ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন সঙ্গবান্ ।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্তা ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন ॥ ১৮-৯৬॥

বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্ ।
জাড্যেঽপি ন জডো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন পণ্ডিতঃ ॥ ১৮-৯৭॥

মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্তব্যনির্বৃতঃ ।
সমঃ সর্বত্র বৈতৃষ্ণ্যান্ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ১৮-৯৮॥

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি ।
নৈবোদ্বিজতি মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥ ১৮-৯৯॥

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ ।
যথাতথা যত্রতত্র সম এবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৮-১০০॥

১৯

জনক উবাচ ॥

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দংশমাদায় হৃদয়োদরাৎ ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া ॥ ১৯-১॥

ক্ব ধর্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকিতা ।
ক্ব দ্বৈতং ক্ব চ বাঽদ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-২॥

ক্ব ভূতং ক্ব ভবিষ্যদ্ বা বর্তমানমপি ক্ব বা ।
ক্ব দেশঃ ক্ব চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-৩॥

ক্ব চাত্মা ক্ব চ বানাত্মা ক্ব শুভং ক্বাশুভং যথা ।
ক্ব চিন্তা ক্ব চ বাচিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-৪॥

ক্ব স্বপ্নঃ ক্ব সুষুপ্তির্বা ক্ব চ জাগরণং তথা ।
ক্ব তুরীয়ং ভয়ং বাপি স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-৫॥

ক্ব দূরং ক্ব সমীপং বা বাহ্যং ক্বাভ্যন্তরং ক্ব বা ।
ক্ব স্থূলং ক্ব চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-৬॥

ক্ব মৃত্যুর্জীবিতং বা ক্ব লোকাঃ ক্বাস্য ক্ব লৌকিকম্ ।
ক্ব লয়ঃ ক্ব সমাধির্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ১৯-৭॥

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্ ।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি ॥ ১৯-৮॥

২০

জনক উবাচ ॥

ক্ব ভূতানি ক্ব দেহো বা ক্বেন্দ্রিয়াণি ক্ব বা মনঃ ।
ক্ব শূন্যং ক্ব চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে ॥ ২০-১॥

ক্ব শাস্ত্রং ক্বাত্মবিজ্ঞানং ক্ব বা নির্বিষয়ং মনঃ ।
ক্ব তৃপ্তিঃ ক্ব বিতৃষ্ণাত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা ॥ ২০-২॥

ক্ব বিদ্যা ক্ব চ বাবিদ্যা ক্বাহং ক্বেদং মম ক্ব বা ।
ক্ব বন্ধ ক্ব চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক্ব রূপিতা ॥ ২০-৩॥

ক্ব প্রারব্ধানি কর্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক্ব বা ।
ক্ব তদ্ বিদেহকৈবল্যং নির্বিশেষস্য সর্বদা ॥ ২০-৪॥

ক্ব কর্তা ক্ব চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়ং স্ফুরণং ক্ব বা ।
ক্বাপরোক্ষং ফলং বা ক্ব নিঃস্বভাবস্য মে সদা ॥ ২০-৫॥

ক্ব লোকং ক্ব মুমুক্ষুর্বা ক্ব যোগী জ্ঞানবান্ ক্ব বা ।
ক্ব বদ্ধঃ ক্ব চ বা মুক্তঃ স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥ ২০-৬॥

ক্ব সৃষ্টিঃ ক্ব চ সংহারঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্ ।
ক্ব সাধকঃ ক্ব সিদ্ধির্বা স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥ ২০-৭॥

ক্ব প্রমাতা প্রমাণং বা ক্ব প্রমেয়ং ক্ব চ প্রমা ।
ক্ব কিঞ্চিৎ ক্ব ন কিঞ্চিদ্ বা সর্বদা বিমলস্য মে ॥ ২০-৮॥

ক্ব বিক্ষেপঃ ক্ব চৈকাগ্র্যং ক্ব নির্বোধঃ ক্ব মূঢতা ।
ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদো বা সর্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥ ২০-৯॥

ক্ব চৈষ ব্যবহারো বা ক্ব চ সা পরমার্থতা ।
ক্ব সুখং ক্ব চ বা দুখং নির্বিমর্শস্য মে সদা ॥ ২০-১০॥

ক্ব মায়া ক্ব চ সংসারঃ ক্ব প্রীতির্বিরতিঃ ক্ব বা ।
ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্বদা বিমলস্য মে ॥ ২০-১১॥

ক্ব প্রবৃত্তির্নির্বৃত্তির্বা ক্ব মুক্তিঃ ক্ব চ বন্ধনম্ ।
কূটস্থনির্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্বদা ॥ ২০-১২॥

ক্বোপদেশঃ ক্ব বা শাস্ত্রং ক্ব শিষ্যঃ ক্ব চ বা গুরুঃ ।
ক্ব চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥ ২০-১৩॥

ক্ব চাস্তি ক্ব চ বা নাস্তি ক্বাস্তি চৈকং ক্ব চ দ্বয়ম্ ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম ॥ ২০-১৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতা সমাপ্তা ।
॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অষ্টাবক্রগীতা: জ্ঞান ও মুক্তির মহান আলোকবর্তিকা

॥ শ্রী ॥
অষ্টাবক্রগীতা শুরু হলো।

জনক বললেন:
কীভাবে জ্ঞান লাভ করা যায়? কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?
বৈরাগ্য কীভাবে অর্জন করা যায়? হে প্রভু, আমাকে এই সব বলুন।
অষ্টাবক্র বললেন:
যদি মুক্তি চাও, তবে বিষয়বাসনাকে বিষের মতো ত্যাগ করো।
ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃতের মতো ভজনা করো।
তুমি মাটি নও, জল নও, আগুন নও, বায়ু নও, আকাশ নও, এমনকি তুমি এই দেহও নও।
এই সবের সাক্ষী যে আত্মা, তাকে চৈতন্যস্বরূপ জানো, মুক্তির জন্য।
যদি দেহকে পৃথক করে চিত্তকে বিশ্রাম দাও, তবে এখনই সুখী ও শান্ত হবে, বন্ধনমুক্ত হবে।
তুমি ব্রাহ্মণ নও, কোনো বর্ণ নও, আশ্রমী নও, এমনকি ইন্দ্রিয়ের গোচরও নও।
তুমি অসঙ্গ, নিরাকার, বিশ্বসাক্ষী, সুখী হও।
ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ, মানসিক ধারণা—এগুলো তোমার নয়।
তুমি কর্তা নও, ভোক্তা নও, তুমি সর্বদা মুক্ত।
তুমি এক, সর্বত্র দ্রষ্টা, সর্বদা মুক্তপ্রায়।
এই দ্রষ্টার দিকে তাকাও, এটাই তোমার বন্ধন।
'আমি কর্তা'—এই অহংকারকে ত্যাগ করো।
'আমি কর্তা নই'—এই বিশ্বাসে অমৃত পান করে সুখে থাকো।
'আমি এক, বিশুদ্ধবোধ'—এই নিশ্চয়ের আগুনে অজ্ঞানের অরণ্য পুড়ে যাবে।
শোকমুক্ত হয়ে সুখী হও।
এই বিশ্ব যেখানে রজ্জুতে সর্পের মতো ভ্রমে দেখা যায়, সেখানে আনন্দের পরমানন্দে থাকো।
এই বোধই তোমার সুখ।
মুক্তির অভিমানী মুক্ত, বন্ধনের অভিমানী বদ্ধ।
এই সত্য কথাই তোমার গতি।
আত্মা সাক্ষী, বিভু, পূর্ণ, এক, মুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ।
অসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, শান্ত, সংসারে ভ্রমণকারীর মতো।
কূটস্থ অদ্বৈত বোধে নিজেকে চিন্তা করো।
আভাসরূপে নিজেকে জানো, বাহ্য ও অন্তরের ভাবনা ত্যাগ করো।
দেহাভিমানের বন্ধনে তুমি দীর্ঘকাল আবদ্ধ ছিলে।
জ্ঞানের খড়্গে তা কেটে ফেলো, সুখী হও।
তুমি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন।
এই সমাধিই তোমার বন্ধন, এটাই অনুশীলন করো।
এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত, তোমাতে প্রোত।
তুমি শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ, ক্ষুদ্রচিত্ততা ত্যাগ করো।
নিরপেক্ষ, নির্বিকার, নির্ভর, শীতলাশয় হও।
অগাধবুদ্ধি, অক্ষুব্ধ, চিন্মাত্রবাসনা হও।
সাকারকে অনিত্য জানো, নিরাকারকে নিশ্চল জানো।
এই তত্ত্বোপদেশে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না।
যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি এই দেহে পরমেশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।
এক, সর্বগত আকাশ যেমন ঘটের ভিতরে ও বাইরে থাকে, তেমনি ব্রহ্ম সর্বভূতে নিত্য নিরন্তর বিরাজমান।

জনক বললেন:
আহা! আমি নিরঞ্জন, শান্ত, প্রকৃতির পরব্রহ্ম।
এতকাল মোহে বিড়ম্বিত হয়েছি।
যেমন আমি এই দেহকে প্রকাশ করি, তেমনি এই জগৎকে প্রকাশ করি।
তাই আমার কাছে এই জগৎ সব কিছুর সমান, বা কিছুই নয়।
এই দেহ ও বিশ্ব ত্যাগ করে, কোনো কৌশলে পরমাত্মাকে দেখতে পাই।
যেমন জল থেকে তরঙ্গ, ফেনা ও বুদবুদ পৃথক নয়, তেমনি আত্মা থেকে এই বিশ্ব পৃথক নয়।
যেমন সুতোর দ্বারা পট তৈরি হয়, তেমনি আত্মতত্ব দ্বারা এই বিশ্ব তৈরি হয়েছে।
যেমন চিনি চিনিরসে মিশে যায়, তেমনি এই বিশ্ব আমার মধ্যে মিশে আছে।
আত্মজ্ঞান থেকে জগৎ প্রকাশ পায়, আত্মজ্ঞানেই তা লীন হয়।
রজ্জুতে সর্পের ভ্রম যেমন রজ্জুজ্ঞানেই মিটে যায়, তেমনি আত্মজ্ঞানে জগতের ভ্রম মিটে যায়।
আমার নিজের রূপই প্রকাশ, আমি তার অতিরিক্ত নই।
যখন বিশ্ব প্রকাশ পায়, তখন আমি প্রকাশিত হই।
আহা! অজ্ঞান থেকে এই বিশ্ব আমার মধ্যে ভ্রমে প্রকাশ পায়।
যেমন রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রৌপ্য, সূর্যকরে জল।
আমা থেকে এই বিশ্ব নির্গত হয়েছে, আমাতেই তা লীন হবে।
যেমন মাটিতে কলস, জলে তরঙ্গ, সোনায় কঙ্কণ।
আহা! আমার ধ্বংস নেই, ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত জগতের ধ্বংসেও আমি অক্ষুণ্ণ।
আহা! আমি এক, দেহধারী হয়েও আমি সর্বত্র বিরাজমান।
কোথাও যাই না, কোথাও আসি না, আমি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছি।
আহা! আমার মতো দক্ষ কেউ নেই।
অসংস্পর্শ্য দেহে যিনি এই বিশ্বকে ধরে রেখেছেন।
আহা! আমার কিছুই নেই, বা আমার সবই আছে।
যা কিছু বাক্য ও মনের গোচর।
জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রয় বাস্তব নয়।
অজ্ঞান থেকে যা প্রকাশ পায়, আমি সেই নিরঞ্জন।
দ্বৈতই দুঃখের মূল, এর কোনো ঔষধ নেই।
এই দৃশ্যমান সবই মিথ্যা, আমি এক, চৈতন্যস্বরূপ।
আমি বোধমাত্র, অজ্ঞান থেকে উপাধি কল্পিত হয়েছে।
এইভাবে চিন্তা করলে নির্বিকল্পে আমার স্থিতি হয়।
আমার কোনো বন্ধন নেই, মুক্তিও নেই।
আহা! আমার মধ্যে বিশ্ব স্থিত, কিন্তু বাস্তবে তা আমার মধ্যে নেই।
এই বিশ্ব দেহসহ কিছুই নয়, এটা নিশ্চিত।
শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, এতে কোনো কল্পনা নেই।
দেহ, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মুক্তি, ভয়—এগুলো সবই কল্পনা।
চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জন্য এগুলো কী কাজে লাগবে?
আহা! জনসমূহের মধ্যে দ্বৈত দেখি না।
যেমন অরণ্যে আবৃত, কোথায় আনন্দ পাব?

আমি দেহ নই, আমার দেহও নয়।
আমি জীব নই, আমি চৈতন্যস্বরূপ।
এই বন্ধনই আমার জীবনে আসক্তি সৃষ্টি করেছে।
আহা! ভুবনের কল্লোল থেকে বিচিত্র সব কিছু উঠছে।
আমার অনন্ত মহাসমুদ্রে চিত্তবায়ুতে সব কিছু উঠছে।
আমার অনন্ত মহাসমুদ্রে চিত্তবায়ু প্রশমিত হয়।
অভাগ্য জীববণিকের জগৎপোত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
আমার অনন্ত মহাসমুদ্রে আশ্চর্য জীবতরঙ্গ উঠছে, খেলছে, প্রবেশ করছে।

অষ্টাবক্র বললেন

যিনি অবিনাশী, এক ও অদ্বিতীয় আত্মাকে সত্যরূপে জানেন, সেই জ্ঞানী ধীর ব্যক্তির অর্থ-অর্জনে আকর্ষণ কীভাবে সম্ভব?
আত্মজ্ঞান থেকে যে আনন্দ জন্মে, তা বিষয়-ভোগের বিভ্রমে আকৃষ্ট হওয়ার মতো নয়। যেমন শুক্তি (শঙ্খ) থেকে রজত (রূপা) ভ্রমের মতো—অজ্ঞানতাই লোভের কারণ।
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাগরের তরঙ্গের মতো স্ফুরিত হচ্ছে। "আমিই সেই আত্মা"—এই জ্ঞান লাভ করে তুমি দীন-হীনের মতো ছুটে বেড়াও কেন?
শুদ্ধ চৈতন্যরূপী, অতি সুন্দর আত্মাকে জানার পরও যদি তুমি বিষয়-আসক্তিতে লিপ্ত হও, তবে মলিনতা তোমাকে স্পর্শ করবেই।
যে মুনি সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূতকে দেখেন, তার মধ্যে আশ্চর্য মমত্ববোধ জাগে।
যিনি পরম অদ্বৈতত্বে প্রতিষ্ঠিত, মুক্তির জন্যও যিনি সদা প্রস্তুত, তিনি যদি কামনার বশে বিকল হয়ে পড়েন, তবে তা আশ্চর্যেরই বিষয়।
জ্ঞানরূপী শত্রু যখন উদিত হয়, তখন দুর্বল ব্যক্তি কালের আশ্রয়ে কামনা করতে থাকে—এও আশ্চর্যের বিষয়।
যিনি ইহলোক ও পরলোক থেকে বিরক্ত, নিত্য ও অনিত্যের বিচারে যিনি সদা সচেতন, তার মুক্তি কামনায়ও ভয় দেখা দেওয়া আশ্চর্য।
ধীর ব্যক্তি সর্বদা আত্মাকেই দেখেন। তিনি ভোগ করলেও তৃপ্ত হন না, কষ্ট পেলেও ক্রোধ করেন না।
তিনি নিজের শরীরকে অন্য শরীরের মতো দেখেন। তাই প্রশংসা বা নিন্দায় তিনি ক্ষুব্ধ হন না।
এই বিশ্বকে মায়ামাত্র বলে জেনে, যিনি কৌতুকহীন, তিনি মৃত্যুর সামনেও ভয় পান না।
যার মন নিঃস্পৃহ, যিনি মহাত্মা, তার আত্মজ্ঞানে তৃপ্তির তুলনা কে করতে পারে?
স্বভাবতই তিনি জানেন, এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নয়। তিনি গ্রহণ বা বর্জনের চিন্তা করেন না।
যিনি অন্তরের কষায় ত্যাগ করেছেন, নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃস্পৃহ, তার কাছে যথেচ্ছাভোগও দুঃখ বা সুখের কারণ হয় না।

জনক বললেন

আত্মজ্ঞানী ধীর ব্যক্তি ভোগলীলায় মগ্ন থাকলেও সংসারের মূঢ়দের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।
দেবতারা যে পদ লাভের জন্য লালায়িত, সেই পদে থাকা যোগীও আনন্দিত হন না।
আত্মজ্ঞানীর পুণ্য বা পাপ স্পর্শ করে না, যেমন ধূম আকাশকে স্পর্শ করতে পারে না।
যিনি এই বিশ্বকে আত্মারূপে জানেন, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামর্থ্য ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সবকিছুতেই বিদ্যমান।

যিনি অদ্বয় আত্মাকে জগদীশ্বররূপে জানেন, তিনি ভয় থেকে মুক্ত।

অষ্টাবক্র বললেন

তোমার সঙ্গে কারও সংসর্গ নেই। তুমি শুদ্ধ, ত্যাগ করার কিছুই নেই। এই বিশ্বকে সঙ্ঘাতের বিলয়রূপে জানো।
এই বিশ্ব তোমার মধ্য থেকে সমুদ্রের বুদবুদের মতো উদিত হয়। একমাত্র আত্মাকে জানো এবং বিলয়ে মিলিত হও।
এই বিশ্ব প্রত্যক্ষ হলেও বাস্তব নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই জ্ঞান লাভ করে বিলয়ে মিলিত হও।
সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জীবন-মৃত্যু সবই সমান জেনে বিলয়ে মিলিত হও।

জনক বললেন

আমি আকাশের মতো অনন্ত, এই জগৎ ঘটের মতো প্রাকৃত। এই জ্ঞান লাভ করলে ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।
আমি মহাসমুদ্রের মতো, এই প্রপঞ্চ তার তরঙ্গসদৃশ। এই জ্ঞান লাভ করলে ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।
আমি শুক্তির মতো, এই বিশ্ব রূপার মতো কল্পনা। এই জ্ঞান লাভ করলে ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।
আমি সর্বভূতে এবং সর্বভূত আমার মধ্যে। এই জ্ঞান লাভ করলে ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

জনক বললেন

আমার মধ্যে অনন্ত মহাসমুদ্রে বিশ্বপোত (জগৎ) ইতস্তত ভ্রমণ করে, কিন্তু আমার অসহিষ্ণুতা নেই।
আমার মধ্যে জগৎ তরঙ্গের মতো উদিত হয় ও বিলীন হয়, কিন্তু আমার বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না।
আমি নিরাকার, অতিশান্ত, এই বিশ্ব আমার মধ্যে নামমাত্র বিকল্পনা।
আমি ভাব বা অভাবের অতীত, অনন্ত ও নির্মল। আমি আসক্তি ও স্পৃহাহীন, শান্ত।
আমি চিন্মাত্র, এই জগৎ ইন্দ্রজালের মতো। আমার হেয় বা উপাদেয় কিছুই নেই।

অষ্টাবক্র বললেন

যখন চিত্ত কিছু কামনা করে, শোক করে, কিছু ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে, তখনই বন্ধন।
যখন চিত্ত কিছুই কামনা করে না, শোক করে না, ত্যাগ বা গ্রহণ করে না, তখনই মুক্তি।
যখন চিত্ত কোনো দৃষ্টিতে আসক্ত হয়, তখনই বন্ধন। যখন চিত্ত সর্বদৃষ্টিতে অনাসক্ত হয়, তখনই মুক্তি।
"আমি" এই ভাবনা যখন থাকে, তখনই বন্ধন। যখন "আমি" থাকে না, তখনই মুক্তি।

অষ্টাবক্র বললেন

কৃত ও অকৃত দ্বন্দ্ব কখন শান্ত হয়? কার জন্য শান্ত হয়? এই জেনে নির্বেদবশত ত্যাগপরায়ণ ও ব্রতহীন হও।
হে তাত, ধন্য ব্যক্তির লোকচেষ্টা দেখে জীবনের ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয়।

এই সবই অনিত্য, তাপত্রয় দ্বারা দূষিত, অসার, নিন্দিত ও হেয়—এটি নিশ্চিতভাবে জানলেই শান্তি লাভ হয়।
কোন কাল বা বয়সে মানুষের দ্বন্দ্ব থাকে না? সেই দ্বন্দ্বগুলিকে উপেক্ষা করে যথাপ্রাপ্তভাবে চললেই সিদ্ধি লাভ হয়।
মহর্ষি, সাধু ও যোগীদের নানা মত দেখে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে কোন মানুষ শান্ত না হয়?
চৈতন্যের মূর্তি জেনে নির্বেদ ও সমতায় যুক্ত হয়ে যিনি সংসার থেকে তরিয়ে দেন, তিনি গুরুর চেয়ে কম নন।
তুমি ভূতবিকারগুলি যথার্থরূপে দেখো, ভূতমাত্রই দেখো। তৎক্ষণাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে স্থিত হবে।
বাসনাই সংসার। সেই বাসনাগুলিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করো। বাসনাত্যাগেই স্থিতি লাভ হয়।

অষ্টাবক্র বললেন

শত্রুর মতো কাম ও অনর্থসঙ্কুল অর্থ ত্যাগ করো। ধর্মকেও এই দুইয়ের হেতু বলে সর্বত্র অনাদর করো।
স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের মতো দিনগুলি দেখো—তিন দিন বা পাঁচ দিন। মিত্র, ক্ষেত্র, ধন, গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি সম্পদও তেমনই।
যেখানে তৃষ্ণা থাকে, সেখানেই সংসার। প্রবল বৈরাগ্য অবলম্বন করে তৃষ্ণাহীন হয়ে সুখী হও।
তৃষ্ণাই বন্ধন, তার নাশই মোক্ষ। সংসারে আসক্তি না থাকলেই তৃপ্তি লাভ হয়।
তুমি এক, চেতন, শুদ্ধ। এই বিশ্ব জড় ও অসৎ। অবিদ্যাও কিছু নয়। তবু তোমার কী আকাঙ্ক্ষা?
রাজ্য, পুত্র, স্ত্রী, শরীর ও সুখ—সংসক্ত ব্যক্তির জন্য এগুলি জন্মে জন্মে নষ্ট হয়।
অর্থ, কাম, সুকৃত কর্ম—এগুলির দ্বারা সংসারসাগরে মন বিশ্রাম পায় না।
কত জন্ম ধরে শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা দুঃখদায়ক কর্ম করেছ? আজই তা পরিত্যাগ করো।

অষ্টাবক্র বললেন

ভাব, অভাব ও বিকারের স্বভাবজ্ঞান হলে নির্বিকার ও ক্লেশহীন হয়ে সুখে শান্তি লাভ হয়।
ঈশ্বরই সর্বনির্মাতা, অন্য কেউ নয়—এই নিশ্চয়তা অন্তরে স্থাপন করলে আশাহীন ও শান্ত হয়ে কোথাও আসক্ত হবেন না।
আপদ, সম্পদ, সময়—সবই দৈবের ইচ্ছা। এই নিশ্চয়তা লাভ করে তৃপ্ত ও স্বস্থ থাকলে কামনা বা শোক থাকবে না।
সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু—সবই দৈবের ইচ্ছা। এই নিশ্চয়তা লাভ করে নিরায়াসে কাজ করলেও লিপ্ত হবেন না।
চিন্তাই দুঃখের কারণ, অন্য কিছু নয়। এই নিশ্চয়তা লাভ করে চিন্তাহীন, সুখী, শান্ত ও স্পৃহাহীন হয়ে সর্বত্র মুক্ত হোন।
আমি দেহ নই, দেহ আমার নয়—আমি শুদ্ধ বোধ। এই নিশ্চয়তা লাভ করে কৈবল্য প্রাপ্ত হোন। (১১-৬)
ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সবই আমি। এই নিশ্চয়তা লাভ করে নির্বিকল্প, শুচি, শান্ত ও প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত থেকে মুক্ত হোন।
এই বিশ্ব নানা আশ্চর্যে পূর্ণ, কিন্তু আসলে কিছুই নয়। এই নিশ্চয়তা লাভ করে নির্বাসন ও স্ফূর্তিমাত্র হয়ে শান্ত হোন।

জনক বললেন

প্রথমে শরীরের কর্ম সহ্য করতে হয়, তারপর বাক্যের বিস্তার, তারপর চিন্তা। এইভাবে আমি অবস্থিত।

প্রীতি ও অভাবের দ্বারা শব্দাদি বিষয় থেকে আত্মার দৃশ্যত্ব লাভ করে বিক্ষেপ ও একাগ্রতার মধ্যে আমি অবস্থিত।
সমাধি ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব্যবহার ও সমাধির মধ্যে সমন্বয় করে আমি অবস্থিত।
হেয় ও উপাদেয়ের অভাব থেকে হর্ষ ও বিষাদের অভাব লাভ করে আমি অবস্থিত।
আশ্রম ও অনাশ্রম, ধ্যান ও চিত্তস্বীকৃতির বর্জন দেখে আমি অবস্থিত।
কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানলাভের দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝে আমি অবস্থিত।
অচিন্ত্যকে চিন্তা করলেও তা চিন্তারূপ ধারণ করে। সেই ভাবনা ত্যাগ করে আমি অবস্থিত।
এইভাবে যিনি করেন, তিনি কৃতার্থ হন। এই স্বভাব যার, তিনিও কৃতার্থ হন।

জনক বললেন

অকিঞ্চনত্বই স্বাস্থ্য, কৌপীনত্বও দুর্লভ। ত্যাগ ও গ্রহণ ত্যাগ করে আমি যথাসুখে অবস্থান করি।
কায় কোথাও ক্লেশ পায় না, জিহ্বা কোথাও ক্লিষ্ট হয় না, মন কোথাও আসক্ত হয় না। পুরুষার্থে স্থিত হয়ে আমি সুখে থাকি।
কিছুই করা হয়নি—এই সত্য চিন্তা করে যখন যা করতে হয়, তা করে আমি যথাসুখে থাকি।
কর্ম ও নিষ্কর্মের ভাব দেহস্থ যোগীর সংযোগ ও বিয়োগ থেকে মুক্ত হয়ে আমি যথাসুখে থাকি।
অর্থ ও অনর্থ আমার স্থিতি, গতি বা শয়নে নির্ভর করে না। স্থির, গতিশীল বা স্বপ্নে থাকলেও আমি যথাসুখে থাকি।
স্বপ্নে আমার ক্ষতি নেই, সিদ্ধি যত্নের উপর নির্ভর করে না। ক্ষতি ও লাভ ত্যাগ করে আমি যথাসুখে থাকি।
সুখাদি ভাবে নিয়ম দেখে শুভ ও অশুভ ত্যাগ করে আমি যথাসুখে থাকি।
জনক বললেন

যিনি প্রকৃতিগতভাবে শূন্যচিত্ত, কিন্তু প্রমাদবশত ভাবনায় লিপ্ত, তিনি নিদ্রিত থেকে জাগ্রতের মতো, ক্ষীণ স্মরণশক্তি নিয়ে থাকেন।
ধন কোথায়? মিত্র কোথায়? আমার বিষয়াসক্তি কোথায়? শাস্ত্র ও বিজ্ঞান কোথায়? যখন আমার স্পৃহা গলিত হয়েছে।
সাক্ষী পুরুষ, পরমাত্মা ও ঈশ্বরকে জানার পর, নৈরাশ্য, বন্ধন ও মুক্তিতে আমার কোনো চিন্তা নেই।
যার অন্তরে কোনো বিকল্প নেই, বাইরে স্বচ্ছন্দচারী, তিনি ভ্রান্তের মতো দশা অনুভব করেন।

অষ্টাবক্র বললেন

যে ব্যক্তি যথাযথ উপদেশে কৃতার্থ হয়, সে আজীবন জিজ্ঞাসু হলেও পরমার্থে বিমুগ্ধ হয়।
মোক্ষ হলো বিষয়বৈরাগ্য, বন্ধন হলো বিষয়াসক্তি। এটাই বিজ্ঞান। তোমার ইচ্ছা মতো চলো।
তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্তিকে বাগ্মী, প্রাজ্ঞ ও উদ্যোগী করে, কিন্তু মূক ও জড়ের মতোও করে। তাই বুভুক্ষুগণ এটিকে ত্যাগ করে।
তুমি দেহ নও, তোমার দেহও নয়। তুমি ভোক্তা বা কর্তাও নও। তুমি চিদ্রূপ, সাক্ষী, নিরপেক্ষ। সুখে বিচরণ করো।
রাগ ও দ্বেষ মনের ধর্ম, কিন্তু তুমি মন নও। তুমি নির্বিকল্প, বোধাত্মা, নির্বিকার। সুখে বিচরণ করো।
সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূতকে জানলে অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করে সুখী হও।

এই বিশ্ব সাগরের তরঙ্গের মতো স্ফুরিত হয়। তুমিই সেই তত্ত্ব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। চিন্মূর্তি হয়ে নির্ভয় হও।
হে তাত, শ্রদ্ধা করো, মোহ করো না। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, ভগবান আত্মা, প্রকৃতির পর।
দেহ গুণে আবৃত হয়ে থাকে, আসে ও যায়। কিন্তু আত্মা গন্তা বা আগন্তু নয়। তাহলে তুমি কেন শোক করো?
দেহ কল্পান্ত পর্যন্ত থাকুক বা আজই যাক, তুমি চিন্মাত্ররূপী। তোমার বৃদ্ধি বা হানি কী?
তোমার মধ্যে অনন্ত মহাসমুদ্রে বিশ্বতরঙ্গ স্বভাবতই উঠছে ও পড়ছে। তোমার বৃদ্ধি বা ক্ষতি নেই।
হে তাত, তুমি চিন্মাত্ররূপী। এই জগৎ তোমা থেকে ভিন্ন নয়। তাহলে হেয় বা উপাদেয়ের কল্পনা কোথায়?
এক, অব্যয়, শান্ত, চিদাকাশে তুমি অবস্থিত। জন্ম, কর্ম বা অহঙ্কার কোথা থেকে আসবে?
তুমি যা দেখো, তা তুমিই। যেমন স্বর্ণ থেকে কটক, অঙ্গদ ও নূপুর পৃথক নয়।
"এই আমি, এই আমি নই"—এই বিভাগ ত্যাগ করো। সবই আত্মা—এই নিশ্চয়তা লাভ করে নিঃসঙ্কল্প ও সুখী হও।
তোমারই অজ্ঞানতায় এই বিশ্ব। তুমিই একমাত্র পরমার্থ। তোমা ছাড়া কোনো সংসারী বা অসংসারী নেই।
এই বিশ্ব ভ্রান্তিমাত্র, কিছুই নয়। এই নিশ্চয়তা লাভ করে নির্বাসন ও স্ফূর্তিমাত্র হয়ে শান্ত হও।
তুমি এক, এই ভবসাগরে অবস্থিত। তোমার বন্ধন বা মুক্তি নেই। কৃতার্থ হয়ে সুখে বিচরণ করো।
চিত্তকে সঙ্কল্প ও বিকল্প দ্বারা ক্ষোভিত করো না। চিন্ময় হয়ে সুখে থাকো, স্বাত্মানন্দে অবস্থিত হও।
ধ্যান ত্যাগ করো, হৃদয়ে কিছু ধারণ করো না। তুমি মুক্ত, আর কী চিন্তা করবে?

অষ্টাবক্র বললেন

হে তাত, তুমি নানা শাস্ত্র পড়ো বা শোনো, কিন্তু সর্ববিস্মরণ ছাড়া তোমার স্বাস্থ্য লাভ হবে না।
ভোগ, কর্ম বা সমাধি করো, কিন্তু চিত্ত যখন নিরস্তসর্বাশ হয়, তখনই তা তোমাকে আকর্ষণ করবে।
আয়াসে পূর্ণ ব্যক্তি দুঃখী, কেউ তাকে জানে না। এই উপদেশে ধন্য ব্যক্তি নির্বৃতিলাভ করে।
যে ব্যক্তি নিমেষ ও উন্মেষের ব্যাপারেও ক্লিষ্ট হয়, তার আলস্য ধুরীণের মতো সুখ, অন্য কারও নয়।
যখন মন দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়, তখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে নিরপেক্ষ হয়।
বিরক্ত ব্যক্তি বিষয়কে ঘৃণা করে, রাগী ব্যক্তি বিষয়লোলুপ। কিন্তু গ্রহণ ও ত্যাগহীন ব্যক্তি বিরক্ত বা রাগী নয়।
হেয় ও উপাদেয়তা সংসারের অঙ্কুর। স্পৃহা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সংসার জীবিত থাকে।
প্রবৃত্তিতে রাগ, নির্বৃত্তিতে দ্বেষ জন্মে। নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তি বালকের মতো ধীমান হয়ে থাকে।
রাগী ব্যক্তি দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চায়, কিন্তু বীতরাগ ব্যক্তি নির্দুঃখ, তাই সে দুঃখেও ক্লিষ্ট হয় না।
যার মোক্ষ বা দেহে অভিমান আছে, সে জ্ঞানী বা যোগী নয়, কেবল দুঃখভোগী।
হর বা হরি যদি তোমার উপদেষ্টা হন, তবুও সর্ববিস্মরণ ছাড়া তোমার স্বাস্থ্য লাভ হবে না।

অষ্টাবক্র বললেন

জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের ফল লাভ করে, যিনি তৃপ্ত, স্বচ্ছেন্দ্রিয় ও একাকী আনন্দে থাকেন।
তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও দুঃখিত হয় না, কারণ তিনি একেই এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পূর্ণ দেখেন।
বিষয়গুলি কখনও স্বারামকে আনন্দ দেয় না, যেমন নিমপল্লব সল্লকীপল্লবকে প্রীত করে না।
যিনি ভোগে আসক্ত নন, অথচ অভোগে নিরাকাঙ্ক্ষী, তিনি দুর্লভ।
সংসারে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু দেখা যায়, কিন্তু ভোগ ও মোক্ষে নিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয় বিরল।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন ও মরণে উদারচিত্ত ব্যক্তির হেয় বা উপাদেয় কিছুই নেই।
বিশ্ববিলয়ে বাঞ্ছা নেই, তার স্থিতিতে দ্বেষ নেই। যে ব্যক্তি জীবিকার মতো সুখে থাকে, সে ধন্য।

"এই জ্ঞানে আমি কৃতার্থ"—এইভাবে গলিতধী ব্যক্তি দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আহার করে সুখে থাকে।
শূন্য দৃষ্টি, বৃথা চেষ্টা, বিকল ইন্দ্রিয়, স্পৃহা বা বিরক্তি নেই—যে ব্যক্তি সংসারসাগর থেকে মুক্ত।
ন জাগ্রত, ন নিদ্রা, ন উন্মীলন, ন মীলন—মুক্তচেতা ব্যক্তির পরদশা কোথাও বিরাজ করে।
সর্বত্র স্বস্থ, সর্বত্র বিমলাশয়, সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত, মুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র রাজে।
দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আহার করে, গ্রহণ করে, বলে, চলে—মুক্ত মহাশয় ইহিত ও অনীহিত থেকে মুক্ত।
নিন্দা, স্তুতি, হর্ষ, ক্রোধ, দান বা গ্রহণ নেই—মুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র নীরস।
সানুরাগা স্ত্রী বা মৃত্যুকে দেখেও মুক্ত মহাশয় অবিহ্বল ও স্বস্থ থাকেন।
সুখে, দুঃখে, নরে, নারীতে, সম্পদে বা বিপদে ধীর ব্যক্তির বিশেষ কিছু নেই, তিনি সর্বত্র সমদর্শী।
হিংসা, কারুণ্য, ঔদ্ধত্য, দীনতা, আশ্চর্য বা ক্ষোভ নেই—যে ব্যক্তি সংসরণ থেকে মুক্ত।
মুক্ত ব্যক্তি বিষয়কে ঘৃণা করেন না বা লোলুপও নন। তিনি অসংসক্তমনা হয়ে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত ভোগ করেন।
সমাধান, অসমাধান, হিত, অহিতের বিকল্পনা শূন্যচিত্ত ব্যক্তি জানেন না, তিনি কৈবল্যে স্থিত।
নির্মম, নিরহঙ্কার, "কিছুই নয়"—এই নিশ্চয়তা লাভ করে অন্তর্গলিতসর্বাশ ব্যক্তি কিছুই করেন না।
মন, প্রকাশ, মোহ, স্বপ্ন ও জাড্য থেকে মুক্ত হয়ে গলিতমানস ব্যক্তি কোনো দশা লাভ করেন।

অষ্টাবক্র বললেন

যার বোধোদয়ে ভ্রম স্বপ্নের মতোই বিলীন হয়ে যায়, সেই সুখৈকরূপী, শান্ত ও তেজস্বীকে নমস্কার।
সমস্ত অর্থ অর্জন করে পূর্ণ ভোগ লাভ করলেও সর্বত্যাগ ছাড়া কেউ সুখী হতে পারে না।
কর্তব্যের দুঃখে আত্মা দগ্ধ হলে প্রশান্তির অমৃতধারা ছাড়া সুখ কোথায়?
এই ভব কেবল ভাবনামাত্র, পরমার্থে কিছুই নয়। ভাব ও অভাবের স্বভাবের কোনো অভাব নেই।
আত্মার পদ দূরও নয়, সঙ্কোচও নয়। এটি নির্বিকল্প, নিরায়াস, নির্বিকার ও নিরঞ্জন।
ব্যামোহ থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে স্থিত হলে শোকহীন ও নিরাবরণ দৃষ্টি লাভ হয়।
সমস্ত কল্পনামাত্রই আত্মা, যা মুক্ত ও সনাতন। এই জেনে ধীর ব্যক্তি বালকের মতো আর কী অভ্যাস করবে?
"আত্মাই ব্রহ্ম"—এই নিশ্চয়তা লাভ করে ভাব ও অভাব কল্পিত বলে জানলে নিষ্কাম ব্যক্তি আর কী জানবে, বলবে বা করবে?
"এই আমি, এই আমি নই"—এই বিকল্পনা ক্ষীণ হয়ে গেলে যোগী সর্বমাত্মা বলে নিশ্চিত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকেন।
যোগীর বিক্ষেপ, একাগ্রতা, অতিবোধ, মূঢ়তা, সুখ বা দুঃখ নেই। তিনি শান্ত।
স্বারাজ্যে বা ভিক্ষাবৃত্তিতে, লাভ বা ক্ষতিতে, জনে বা বনে নির্বিকল্পস্বভাব যোগীর কোনো বিশেষ নেই।
ধর্ম, কাম, অর্থ বা বিবেক কোথায়? "এই করা হয়েছে, এই করা হয়নি"—এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত যোগী।
যোগীর কোনো কর্তব্য নেই, হৃদয়ে কোনো রঞ্জনা নেই। তিনি জীবন্মুক্ত।
মোহ কোথায়? বিশ্ব কোথায়? ধ্যান কোথায়? মুক্ততা কোথায়? মহাত্মা সর্বসঙ্কল্পের সীমায় বিশ্রাম করেন।
যিনি এই বিশ্ব দেখেছেন, তিনি বলেন, "এটি নেই।" নির্বাসন ব্যক্তি দেখেও দেখেন না।
যিনি পরব্রহ্মকে দেখেছেন, তিনি চিন্তা করেন, "আমিই ব্রহ্ম।" নিশ্চিন্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় কিছু দেখেন না।
যিনি আত্মবিক্ষেপ দেখেছেন, তিনি নিরোধ করেন। উদার ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত হন না, কারণ সাধ্যাভাব।
ধীর ব্যক্তি লোকবিপর্যয়ে থাকলেও লোকের মতো থাকেন। তিনি সমাধি, বিক্ষেপ বা লোপ দেখেন না।
ভাব ও অভাবহীন, তৃপ্ত, নির্বাসন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে কিছুই করেন না।
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে ধীর ব্যক্তির কোনো দুর্গ্রহ নেই। যখন যা করতে হয়, তা করে তিনি সুখে থাকেন।
নির্বাসন, নিরালম্ব, স্বচ্ছন্দ ও মুক্তবন্ধন ব্যক্তি সংস্কারবায়ুতে শুষ্কপত্রের মতো চেষ্টা করেন।
অসংসারী ব্যক্তির কোথাও হর্ষ বা বিষাদ নেই। তিনি শীতলমনা, বিদেহের মতো রাজে।

আত্মারাম ধীর ব্যক্তির কোথাও ত্যাগ বা বিনাশের ইচ্ছা নেই। তিনি শীতল ও শান্ত।
প্রকৃতিগতভাবে শূন্যচিত্ত ধীর ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করলেও তার মান বা অবমাননা নেই।
"এই কর্ম দেহ দ্বারা করা হয়েছে, আমার দ্বারা নয়"—এই চিন্তায় রত ব্যক্তি কিছুই করেন না।
অতদ্বাদীর মতো তিনি আচরণ করেন, বালিশও হন না। জীবন্মুক্ত, সুখী ও শ্রীমান হয়ে তিনি সংসারে শোভা পান।
নানা বিচারে ক্লান্ত ধীর ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করেন। তিনি কল্পনা, জ্ঞান, শ্রবণ বা দর্শন করেন না।
অসমাধি, বিক্ষেপ, মুমুক্ষু বা অন্য কিছু নয়—কল্পিত দেখে মহাশয় ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।
যার অন্তরে অহঙ্কার নেই, তিনি কিছুই করেন না। নিরহঙ্কার ধীর ব্যক্তির কিছুই অকৃত নয়।
মুক্ত ব্যক্তির চিত্ত উদ্বিগ্ন বা সন্তুষ্ট নয়, কর্তৃত্বহীন, স্পন্দনবর্জিত, নিরাশ ও সন্দেহহীন।
যে চিত্ত ধ্যান বা চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয় না, তা নির্নিমিত্ত, কিন্তু নির্ধ্যান করে।
তত্ত্ব যথার্থ শুনে মূঢ় ব্যক্তি মূঢ়তা লাভ করে, আর অমূঢ় ব্যক্তি সঙ্কোচ বোধ করে।
মূঢ়েরা একাগ্রতা ও নিরোধ অভ্যাস করে, কিন্তু ধীরেরা সুপ্তের মতো স্বপদে থাকেন।
অপ্রয়ত্ন বা প্রয়ত্নে মূঢ় ব্যক্তি নির্বৃতি লাভ করে না। তত্ত্বনিশ্চয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নির্বৃত হন।
শুদ্ধ, বুদ্ধ, প্রিয়, পূর্ণ, নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরাময় আত্মাকে অভ্যাসপরায়ণ ব্যক্তিরা জানেন না।
কর্ম দ্বারা মূঢ় ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে না। বিজ্ঞানমাত্রে ধন্য ব্যক্তি মুক্ত ও অবিক্রিয় হয়ে থাকেন।
মূঢ় ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভ করে না, কারণ সে ব্রহ্ম হতে চায়। অনিচ্ছুক ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্মস্বরূপভাক।
নিরাধার, গ্রহব্যগ্র ও মূঢ়েরা সংসার পোষণ করে। বুদ্ধেরা এই অনর্থমূলের মূলচ্ছেদ করেছেন।
মূঢ় ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না, কারণ সে শান্ত হতে চায়। ধীর ব্যক্তি তত্ত্ব নিশ্চিত করে সর্বদা শান্তমনা থাকেন।
যে আত্মদর্শন অবলম্বন করে, তার আত্মদর্শন কোথায়? ধীরেরা তাকে দেখেন না, তারা অব্যয় আত্মাকে দেখেন।
মূঢ়ের নিরোধ কোথায়, যে নির্বন্ধ করে? স্বারাম ধীরের নিরোধ সর্বদা অকৃত্রিম।
ভাবের ভাবক কেউ নেই, ভাবকের উপরও কেউ নেই। উভয়ভাবক কেউ নেই—এভাবেই তিনি নিরাকুল।
কুবুদ্ধিরা শুদ্ধ ও অদ্বয় আত্মাকে ভাবনা করে, কিন্তু সংমোহে তারা তা জানেন না।
মুমুক্ষুর বুদ্ধির আলম্ব ছাড়া কিছুই নেই। নিরালম্ব ও নিষ্কাম বুদ্ধিই মুক্তের বুদ্ধি।
বিষয়দ্বীপীকে দেখে চকিত শরণার্থীরা ঝটিতি নিরোধৈকাগ্রসিদ্ধির জন্য ক্রোড়ে প্রবেশ করে।
নির্বাসন হরিকে দেখে বিষয়দন্তীরা পালায়, কিন্তু তারা সেবা করতে অক্ষম।
যুক্তমনা ব্যক্তি মুক্তিকারিকা ধারণ করেন না। তিনি দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আহার করে সুখে থাকেন।
বস্তুশ্রবণমাত্রে শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি নিরাকুল হয়ে আচার, অনাচার বা ঔদাস্য দেখেন না।
যখন যা করতে হয়, সরলভাবে তা করেন। তার চেষ্টা বালকের মতো, শুভ বা অশুভ যাই হোক।
স্বাতন্ত্র্য থেকে সুখ লাভ হয়, স্বাতন্ত্র্য থেকে পরম লাভ হয়, স্বাতন্ত্র্য থেকে নির্বৃতি লাভ হয়, স্বাতন্ত্র্য থেকে পরম পদ লাভ হয়।
যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করা থেকে বিরত হন, তখন তাঁর মনের সমস্ত বিক্ষেপ প্রশমিত হয়।
একজন স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ মূঢ়ের কৃত্রিম শান্তি নয়।
কল্পনাহীন, মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বন্ধনহীন ধীর ব্যক্তিরা মহান ভোগে লিপ্ত হন অথবা পর্বতের গুহায় প্রবেশ করেন।
একজন ধীর ব্যক্তি বিদ্বান, দেবতা, তীর্থস্থান, নারী, রাজা বা প্রিয়জনকে দেখে এবং পূজা করেও হৃদয়ে কোনো বাসনা রাখেন না।
চাকর, পুত্র, স্ত্রী, নাতি এবং আত্মীয়দের দ্বারা উপহাসিত বা তিরস্কৃত হলেও একজন যোগী সামান্যতমও বিচলিত হন না।

তিনি সন্তুষ্ট হয়েও সন্তুষ্ট নন, দুঃখিত হয়েও দুঃখিত নন; কেবল তাঁর মতো ব্যক্তিরাই তাঁর সেই আশ্চর্যজনক অবস্থা জানতে পারেন।
কর্তব্যবোধই সংসার, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা তা দেখেন না। তাঁরা শূন্যাকার, নিরাকার, নির্বিকার এবং নীরোগ হন।
মূর্খ ব্যক্তি কোনো কাজ না করেও অস্থিরতায় সর্বত্র ব্যস্ত থাকে, কিন্তু একজন দক্ষ ব্যক্তি কাজ করেও শান্ত থাকেন।
শান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখে বসেন, সুখে ঘুমান, সুখে আসেন এবং যান, সুখে কথা বলেন, সুখে আহার করেন এবং এমনকি ব্যবহারেও শান্ত থাকেন।
যে ব্যক্তি স্বভাবতই জগতের মতো ব্যবহার করেও কষ্ট পান না, তিনি বিশাল হ্রদের মতো অক্ষুব্ধ এবং ক্লেশমুক্ত হয়ে শোভা পান।
মূর্খের নিবৃত্তিও প্রবৃত্তির মতো হয়ে ওঠে, কিন্তু ধীরের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির ফল দেয়।
প্রায়শই মূর্খের মধ্যে বস্তুগত জিনিসের প্রতি বৈরাগ্য দেখা যায়, কিন্তু যার দেহে আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয়েছে, তার রাগ বা বিরাগ কোথায়?
মূর্খের দৃষ্টি সর্বদা ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির দৃষ্টি ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে।
যিনি সমস্ত কাজে নিরাসক্ত হয়ে শিশুর মতো বিচরণ করেন, সেই শুদ্ধ ব্যক্তির কর্ম করেও কোনো লেপ লাগে না।
তিনিই ধন্য আত্মজ্ঞানী, যিনি সমস্ত অবস্থায় সমান থাকেন, দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, গন্ধ নিয়ে এবং আহার করেও তৃষ্ণাহীন থাকেন।
ধীর ব্যক্তির কাছে, যিনি সর্বদা নির্বিকল্প, আকাশের মতো, সংসার, আভাস, সাধ্য বা সাধন কিছুই নেই।
যিনি অর্থের সংন্যাসী, পূর্ণ স্বরসের অধিকারী এবং যাঁর অকৃত্রিম ও অবিচ্ছিন্ন সমাধি রয়েছে, তিনিই জয়ী হন।
এখানে বেশি কথা বলার কী প্রয়োজন? তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ভোগ ও মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বদা সর্বত্র নীরস থাকেন।
মহৎ আদি জগৎ-এর দ্বৈততা কেবল নামের বিস্তার মাত্র। শুদ্ধ বোধের অবশিষ্ট কর্তব্য কী?
এই সবকিছু ভ্রম, কিছুই নেই - যিনি এই সিদ্ধান্তে স্থির, সেই শুদ্ধ ব্যক্তি অলক্ষ্য স্ফুরণে স্বভাবতই শান্ত হন।
যিনি শুদ্ধ স্ফুরণের রূপ, দৃশ্যভাব দেখেন না, তাঁর কাছে বিধি, বৈরাগ্য, ত্যাগ বা শম কোথায়?
যিনি অনন্ত রূপে স্ফুরিত হন এবং প্রকৃতি দেখেন না, তাঁর কাছে বন্ধন, মোক্ষ, হর্ষ বা বিষাদ কোথায়?
বুদ্ধি পর্যন্ত সংসারে কেবল মায়ার বিবর্তন ঘটে। মমত্বহীন, অহংকারহীন এবং নিস্কাম জ্ঞানী ব্যক্তি শোভা পান।
ক্ষয়হীন, সন্তাপমুক্ত আত্মাকে দর্শনকারী মুনির কাছে বিদ্যা, বিশ্ব, দেহ, "আমি" বা "আমার" কোথায়?
যদি কোনো মূর্খ নিরোধ ইত্যাদি কর্ম ত্যাগ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ মনোরথ ও প্রলাপ করতে শুরু করে।
মন্দ ব্যক্তি সেই বস্তু শুনেও মূঢ়তা ত্যাগ করে না। সে বাইরে নির্বিকল্প হয়েও অন্তরে বিষয়ের লালসা রাখে।
জ্ঞানের দ্বারা কর্ম যার গলিত হয়েছে, যিনি লোকদৃষ্টিতে কর্ম করেন, তিনি কোনো কাজ বা কথা বলার সুযোগ পান না।
নির্বিকার, নির্ভয় ধীরের কাছে অন্ধকার, আলো, ত্যাগ বা গ্রহণ কিছুই নেই।
অনির্দেশ্য স্বভাবের নিঃস্বভাব যোগীর কাছে ধৈর্য, বিবেক বা নির্ভয়তা কোথায়?
স্বর্গ বা নরক নেই, জীবন্মুক্তও নেই। যোগদৃষ্টিতে কিছুই নেই।
ধীর ব্যক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করেন না এবং না পেলে অনুশোচনা করেন না। তাঁর শীতল চিত্ত অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।
নিস্কাম ব্যক্তি শান্তকে প্রশংসা করেন না বা দুষ্টকে নিন্দা করেন না। সুখ-দুঃখে সমভাবে তৃপ্ত তিনি কোনো কর্তব্য দেখেন না।
ধীর ব্যক্তি সংসারকে ঘৃণা করেন না বা আত্মাকে দেখতে চান না। হর্ষ ও বিষাদ থেকে মুক্ত তিনি মৃতও নন, জীবিতও নন।

পুত্র-স্ত্রী ইত্যাদিতে স্নেহহীন, বিষয়ে নিস্কাম, নিজের শরীরেও চিন্তাহীন এবং নিরাশ জ্ঞানী ব্যক্তি শোভা পান।
ধীর ব্যক্তি সর্বত্র সন্তুষ্ট থাকেন, যা ঘটে তাই মেনে চলেন, স্বাধীনভাবে দেশে বিচরণ করেন এবং যেখানে অস্ত যান সেখানেই শয়ন করেন।
শরীর পড়ুক বা উঠুক, সেই মহাত্মার কোনো চিন্তা নেই, যিনি স্বভাবভূমিতে বিশ্রাম করে সমস্ত সংসার ভুলে গেছেন।
নিঃস্ব, ইচ্ছামতো বিচরণকারী, দ্বন্দ্বমুক্ত, সংশয়হীন, সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন কেবল জ্ঞানী ব্যক্তি রমণ করেন।
ধীর ব্যক্তি মমত্বহীন হয়ে শোভা পান, তাঁর কাছে মাটি, পাথর এবং সোনা সমান। তাঁর হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে এবং রজ ও তম দূর হয়েছে।
সর্বত্র অমনোযোগী, হৃদয়ে কোনো বাসনা নেই, মুক্ত ও তৃপ্ত আত্মার তুলনা কার সাথে করা যায়?
তিনি জেনেও জানেন না, দেখেও দেখেন না, বলেও বলেন না। বাসনাশূন্য ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হতে পারে?
ভিক্ষুক বা রাজা, যিনি নিস্কাম, তিনিই শোভা পান। যাঁর কাছে ভালো-মন্দ বোধ বিলুপ্ত হয়েছে।
স্বাধীনতাই বা কোথায়, সংকোচই বা কোথায়, তত্ত্বের নিশ্চয়ই বা কোথায়? সরল ও সত্যনিষ্ঠ চরিতার্থ যোগীর কাছে?
আত্মবিশ্রামে তৃপ্ত, নিরাশ ও ক্লেশমুক্ত ব্যক্তি অন্তরে যা অনুভব করেন, তা কীভাবে এবং কাকে বলবেন?
ধীর ব্যক্তি ঘুমিয়েও সুষুপ্তিতে থাকেন না, স্বপ্নেও শায়িত নন, জেগেও জাগ্রত নন, পদে পদে তৃপ্ত থাকেন।
জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্তিত হয়েও চিন্তাহীন, ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়েও ইন্দ্রিয়হীন, সুবুদ্ধিমান হয়েও নির্বুদ্ধিমান, অহংকারযুক্ত হয়েও অহংকারহীন।
তিনি সুখীও নন, দুঃখীও নন, বিরক্তও নন, আসক্তও নন, মুক্তির ইচ্ছাও নেই, মুক্তও নন, কিছুই নন, কিছুও নয়।
বিক্ষেপেও বিক্ষিপ্ত নন, সমাধিতেও সমাধিস্থ নন, জড় হয়েও জড় নন, জ্ঞানী হয়েও পণ্ডিত নন।
মুক্ত ব্যক্তি যথাস্থানে সুস্থ থাকেন, কর্তব্য করে শান্ত হন, সর্বত্র সমভাবাপন্ন হয়ে তৃষ্ণাহীন হয়ে কৃত বা অকৃত কর্ম স্মরণ করেন না।
বন্দিত হয়ে আনন্দিত হন না, নিন্দিত হয়ে ক্রুদ্ধ হন না, মৃত্যুতে ভীত হন না এবং জীবনে আনন্দিত হন না।
শান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জনাকীর্ণ স্থানে বা অরণ্যে দৌড়ান না, যেখানে-সেখানে যেমন-তেমনভাবে সমভাবে অবস্থান করেন।

জনক বললেন, "তত্ত্বজ্ঞানের দাঁতালো যন্ত্র দিয়ে আমি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে বিভিন্ন ধরনের ধারণার কাঁটা তুলে ফেলেছি। "

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে ধর্ম কোথায়, কামনাই বা কোথায়, অর্থই বা কোথায়, বিবেকই বা কোথায়? দ্বৈতই বা কোথায়, অদ্বৈতই বা কোথায়?"

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে অতীত কোথায়, ভবিষ্যৎই বা কোথায়, বর্তমানই বা কোথায়? দেশই বা কোথায়, নিত্যতাই বা কোথায়?"

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে আত্মা কোথায়, অনাত্মাই বা কোথায়, শুভই বা কোথায়, অশুভই বা কোথায়? চিন্তাই বা কোথায়, অচিন্তাই বা কোথায়?"

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে স্বপ্ন কোথায়, সুষুপ্তিই বা কোথায়, জাগরণই বা কোথায়? তুরীয়ই বা কোথায়, ভয়ই বা কোথায়?"

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে দূর কোথায়, নিকটই বা কোথায়, বাহিরই বা কোথায়, ভিতরই বা কোথায়? স্থূলই বা কোথায়, সূক্ষ্মই বা কোথায়?"

"আমার নিজের মহিমায় স্থিত হয়ে আমার কাছে মৃত্যু কোথায়, জীবনই বা কোথায়, লোকই বা কোথায়, ইহলোকই বা কোথায়, পারলৌকিকতাই বা কোথায়? লয়ই বা কোথায়, সমাধিই বা কোথায়?"

"ত্রিবর্গের কথা থাক, যোগের কথাও থাক, বিজ্ঞানের কথাও থাক। আমি আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করেছি।"

জনক বললেন, "আমার নিরঞ্জন স্বরূপে ভূত কোথায়, দেহ কোথায়, ইন্দ্রিয় কোথায়, মনই বা কোথায়? শূন্যতাই বা কোথায়, নৈরাশ্যই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা দ্বন্দ্বমুক্ত অবস্থায় শাস্ত্র কোথায়, আত্মজ্ঞান কোথায়, নির্বিষয় মনই বা কোথায়? তৃপ্তি কোথায়, বিতৃষ্ণতাই বা কোথায়?"

"আমার স্বরূপের রূপ কোথায়, বিদ্যা কোথায়, অবিদ্যাই বা কোথায়, আমি কোথায়, এই কোথায়, আমার কোথায়? বন্ধন কোথায়, মোক্ষই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা নির্বিশেষ অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম কোথায়, জীবন্মুক্তিই বা কোথায়, সেই বিদেহ কৈবল্যই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা নিঃস্বভাব অবস্থায় কর্তা কোথায়, ভোক্তা কোথায়, নিষ্ক্রিয় স্ফুরণই বা কোথায়? অপরোক্ষ ফলই বা কোথায়?"

"আমার অদ্বৈত স্বরূপে লোক কোথায়, মুমুক্ষু কোথায়, যোগী কোথায়, জ্ঞানী কোথায়? বদ্ধ কোথায়, মুক্তই বা কোথায়?"

"আমার অদ্বৈত স্বরূপে সৃষ্টি কোথায়, সংহার কোথায়, সাধ্য কোথায়, সাধন কোথায়? সাধক কোথায়, সিদ্ধিই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা বিমল অবস্থায় প্রমাতা কোথায়, প্রমাণ কোথায়, প্রমেয় কোথায়, প্রমা কোথায়? কিছু কোথায়, কিছুই না কোথায়?"

"আমার সর্বদা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিক্ষেপ কোথায়, একাগ্রতা কোথায়, নির্বোধতা কোথায়, মূঢ়তা কোথায়? হর্ষ কোথায়, বিষাদই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা নির্বিমর্শ অবস্থায় এই ব্যবহার কোথায়, সেই পরমার্থতা কোথায়? সুখ কোথায়, দুঃখই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা বিমল অবস্থায় মায়া কোথায়, সংসার কোথায়, প্রীতি কোথায়, বিরতি কোথায়? জীব কোথায়, সেই ব্রহ্মই বা কোথায়?"

"আমার সর্বদা কূটস্থ নির্বিভাগ অবস্থায় প্রবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি কোথায়, মুক্তি কোথায়, বন্ধন কোথায়?"

"আমার নিরুপাধি শিব অবস্থায় উপদেশ কোথায়, শাস্ত্র কোথায়, শিষ্য কোথায়, গুরু কোথায়? পুরুষার্থই বা কোথায়?"

"কিছু আছে কোথায়, কিছু নেই কোথায়, এক আছে কোথায়, দুই কোথায়? এখানে বেশি কথা বলে কী হবে? আমার কিছুই উৎপন্ন হয় না।"

ইতি অষ্টাবক্রগীতা সমাপ্ত হল। ওঁ তৎ সৎ।